কোথায় এমন দেশ

(ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ ব্যঙ্গ)

★

বিরস বাংলার সরস কথা

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

৭৪ নিলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া।

১৯৭৩ আগষ্ট

মূল্য ১৫ পয়সা

কোথায় এমন দেশ ?

কোথায় আছে এমন দেশ এই বাংলাদেশের মত
কোথায় পাবে কালোবাজারী মজুতদারী এত
কোথায় আছে বেকার এত দেশের ঘরে ঘরে
ছেলেমেয়ে পায় না খেতে দুবেলা পেট ভরে।
রেস জুয়া আর সাটটা খেলা চলছে কোথায় বেশ
কোথায় এত দারিদ্রতা কোথায় এমন দেশ ?
কোথায় চলে ভেজাল এত চালে কাঁকড় ভরা
চিনির সাথে দেয় মিশিয়ে যত কাঁচের গুড়া।
গোলমরিচে পেপের বিচি তেলে শিয়াল কাঁটা
তেঁতুল বিচির ছাতুর সাথে খাচ্ছি গমের আটা।
চামড়াকুচি ডাষ্ট মেশানো সকালে 'চা' খাই
আমার দেশের মতন এমন দেশ পাবে না ভাই।
হাড় ক'খানা যাচ্ছে গোনা বুক করে ধুক্‌ধুক্
মরার মত বেঁচে থাকার কোথায় এত সুখ
লে অফ ছাটাই লক্ আউটে কোথায় আছি বেশ
কোথায় গেলে মিলবে বল এমন মজার দেশ।
অভাব অভাব করছ মোটেই স্বভাব ভাল না
দেশের ভাল করতে গেলে সইতে এমন হয়।
সরকারী ফ্ল্যাট সবাই পাবে চড়বে পাতাল রেলে
গরীব কেহ থাকবে নাকো আর কটা দিন গেলে।
জয় বাংলার মৎস্য এলে থাকবে না আর ক্লেশ
ধন্য মোরা কোথায় পাব এমন সোনার দেশ ?

জনগণমন

ধন্য এ দেশের মহান জনতা প্রণাম জানাই তারে
কচুঘেচু খেয়ে মুখটি বুজিয়া বেচে আছে সংসারে।
সমস্যা আজ খেয়ে বেচে থাকা
বাঁচিতে হইলে আরও চাই টাকা
মনের দুঃখ মনে মনে আছে সে কথা কহিব কাহারে
মুখ বুজে সব কাজ করে যায় কথাটি কহেনা আহারে।
শান্তি চেয়েছি শান্তি পেয়েছি শান্তি এসেছে দেশে
অভাব অনটন অশান্তি যত ঢুকেছে ঘরেতে এসে
ছেলেমেয়ে চায় পেট ভরে খেতে
দুটি বেলা তাও পারিনাক দিতে
জীবনকে নিয়ে মরণের খেলা চলিছে সর্ব্বনেশে
কালোবাজারীরা মুখটি লুকায়ে উঠিছে অট্টহেসে।
প্রতিবাদ করি বুকটি ফুলায়ে সে সাহস মোর নাই
মুখোস পড়িয়া সুবিধাবাদীরা পাশেই রয়েছে ভাই।
বুঝিয়াছে সবে আজ ঠিক ঠিক
দেখিছ না চেয়ে দেশে চারিদিক
আমাদের দাবী মানতে হবে আর না শুনিতে পাই
খোল করতাল নিয়ে এস সবে হরিনাম গান গাই
তিল তিল করে নীরবে যে জন প্রাণ দিল অনাহারে
একটি মালাও দিবে নাক কেউ তার সেই শবাধারে
মুখ বুজে যারা লইল বিদায়
নমো নমঃ সেই গণ দেবতায়
সবুজ বিপ্লবের আশায় বাঁচিয়ে রেখেছি যাহারে
সেই ভুখা আত্মার চাঁপা ক্রন্দন শুনছি শ্মশান কবরে।

ব্যাগ হতে নিয়ে বাজারেতে গিয়ে হয়ে যাই মুখবোবা
তাজা সবজির দর শুনে ভাবি উহারা দোকানে শোভা

ভেটকী ইলিশ বাগদা ও পোনা
কিনে খায় যারা হাতে যায় গোনা

চাল ডাল তেলের দর শুনে ভাবি আরে রাম তোবা
সস্তার মাল ফুটপাথে খুজি যেন মশায় খুজিছে ডোবা
বঞ্চনাময় সারাদেশমন স্বার্থ দ্বন্দে হতেছে শেষ
দিন দিন বাড়ে দ্রব্যমূল্য ধন্য মোদের এ স্বাধীন দেশ

ব্লাকমার্কেটে বেশী দাম দিলে
এ রাজত্বে আজও সব মেলে

ফাটকাবাজ কালবাজারী গোঁফে তেল দিয়ে রয়েছে বেশ
বঙ্গ আমার জননী আমার এইকিমা তুমি আমাদের দেশ
ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় কাঁদে বুঝাই তাদের কেমন করে
শেষকালে সব ঠাণ্ডা রাখি চোখ রাঙিয়ে গায়ের জোরে

অবুঝ তারা বোঝেনা হায়
পিতা হয়ে থাকা কি যায় ?

অবশেষে সুদের টাকায় খাদ্য আনি খরিদ করে
এখন খেয়ে প্রাণত বাচুক যা হবে হোক দুদিন পরে
বেকার যারা ভয় পেয়োনা চাকরী এবার হবেই হবে
দুনিয়ার সাথে প্রগতিরপথে এগিয়ে চলেছি মোরা সবে

অভ্যাস কর একবেলা খাওয়া
আর একবেলা খাও তাজা হাওয়া

ওটার এখনও ঘাটতি পরেনি রেশন ছাড়াই পাবে
যতদিন কাজ নাহি পাও ভাই বেচেত থাকতে হবে

হরিদাস পাল

তোমরা কি চেন ভাই হরিদাস পালকে
দম্‌দম্‌ বেলেঘাটা নয় থাকে শালকে।
কেরাণীর কাজ করে কোনও এক অফিসে
কোনও দিনই কোন কিছু করেনিক দাবী।সে।
ঝাণ্ডাটি হাতে কভু মিছিলেতে যায় নি
কোনও দিন কোন পার্টির কোনও চাঁদা দেয়নি।
অফিসের বড় বাবু বলে যাহা করতে
হরি বাবু করবে তা হয় যদি মরতে
কত হল হানাহানি কত বোমা ফাটল
স্বাধীনতা সুরু থেকে কত দিন কাটল।
ঝড়ে জলে হরিবাবু কাজে ঠিক যাচ্ছে
ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে আধপেটা খাচ্ছে।
মুখ ফুটে প্রতিবাদ কোনও দিন করেনি
বাঁচাটাই বড় কথা আজও সেত মরেনি।
দেশে কেউ হরতাল বন্ধ কেউ ডাকিলে
হরিবাবু অফিসেতে বিছানাটি বগলে।
বলি তারে হরতালে না গেলে কি হয় না ?
হরিবাবু বলে যান প্রাণে আর সয় না
তোমরা কি বন্ধ করবে দেখ গিয়ে বাড়ীতে ?
দুই দিন খাওয়া বন্ধ চাল নেই হাড়িতে।

চুলে তেল দেওয়া বন্ধ দেখ চুল রুক্ষ
ছেলেটা অসুখে পড়ে কে বুঝিবে দুঃখ ।

জামা কাপড় কেনা বন্ধ ছেড়া জামা পড়েছি
ছেলেমেয়ের লেখাপড়া তাও বন্ধ করেছি ।

একবেলা ভাত বন্ধ সেত কবে হয়েছে
রুটিটাই বন্ধ হতে বাকী শুধু রয়েছে ।

ছেলেটা বেকার বসে কাজ কই পাচ্ছে
কত কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।

মাছ খাওয়া সেত ভাই বহুদিন বন্ধ
যদি আসে রাজনীতি তাই মুখ বন্ধ ।

সিগারেট বন্ধ করে বিড়িটাকে ধরেছি
বিড়িটাও বন্ধ করে মুসকিলে পড়েছি ।

উৎসব বিবাহ বন্ধ কারো বাড়ী যাই না
দুধ ঘী তাও বন্ধ বহুদিন খাই না ।

আমি মন্ত্রী হতে পারিনি কেরাণী একজনা
খাদ্য যা খাই পাজরের হাড় দেখ যায় গোনা
ভয় হয় ফ্যামিলী মেম্বার বেড়ে যায় একজনা
তার আগে মোর ঘুচাও এ যন্ত্রণা ।

বন্ধ সেত প্রতিদিন চলছে ও চলবে
যতদিন এই পাল পটোল না তুলবে ।

— —

সমাধান

সারা দেশে আজ জনতার কাটিছে জীবন দুঃখে
কেহ কেহ বলে এর সমাধান জানান কাগজে লিখে
অর্থনীতি পড়িনি আমি জানিনা ষ্ট্যাটিসটিক
প্লানিং কমিশনের কাতলা নই যে বলে দেব ঠিকঠিক।
কত রাঘব বোয়াল মুগেল ভেটকী রয়েছে ডিগ্রীধারী
পচিশ বছরেও তারা যা পারিনি আমি তাকি করে পারি
তবু আমি ভেবে দেখেছি কি করে হতে পারে সমাধান
হেমন্ত লতা রফীকে নিয়ে এসে শোনাও সবারে গান
'সুষম খাদ্য খাও' বলে যদি বেতারে ভাষণ ছাড়
খাওয়ার কথা শুনলে লোকের ক্ষুধা যে বাড়িবে আরও
খবরের কাগজে অভয় বাণী কর রোজ বিতরণ
হাড়ী চাপিয়েছি বললে পরেই খুশী হবে জনগণ
হচ্ছে হবে আর দেরী নেই এইবার হল বলে
ফুদিয়ে ফুদিয়ে দেশের দুঃখে ভাসো খালি আখিজলে।
জল ছাড়া হবে চাল ঢালা হবে তারপর বল ফুটবে
দেখিতে দেখিতে সোনার শরতে পাকাপাকা ধান উঠবে
এর মাঝে কিছু ব্যবসাদারকে ঢোকাও লক্ আপে ধরি
দেখুক জনতা দেশের জন্য মোরা কি করিতে পারি
দ্রব্য মূল্য বেড়ে গেছে দেশে জনতারে কও ডেকে
বেশী দাম দিয়ে তারা যেন মাল না কেনে এখন থেকে
অভাব ঘোচাতে দেশে জনগণের সাহায্য বল চাই
হতে পারে তবে সমাধান ভাবিয়া দেখেছি ভাই।
এর পরেও যদি কেউ বলে দেশে কেন এত ক্রাইসিস
আধপেটা খেয়ে অত ভাবলে হয়ে যাবে থাইসিস

মজার নাচন

চোর নাচে ছ্যাচড়া নাচে নাচেরে বাটপার
ফাটকাবাজরা বেজায় নাচে মজুতদার।

কালোবাজারী মজায় ভারি নাচেরে ধিন্‌ধিন্
ব্যবসাদারে নাচছে ভারি যাচ্ছে ফিরে দিন।

কারখানাতে মালিক নাচে ছাটাই লে-অফ করে
পুলিশ নাচে তুর্কী নাচন চোরা চালান ধরে।

সাট্টা খেলে জুয়াড়ী নাচে ফিরবে বুঝি দিন
ছেলে মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় নাচেরে ধিন্‌ধিন্।

অফিসেতে বাবু নাচে ঘুষে পকেট ভরে
ভূত নাচে পেত্নী নাচে রাতে হোটেল বার রে

শুড়িখানায় মাতাল নাচে খেয়ে ধেনো চোলাই
নিরীহ লোক পথে ঘাটে নাচছে খেয়ে ধোলাই

দলবাজেরা নাচছে মাঠে হাতে লয়ে ঝাণ্ডা
হল্লা গাড়ীর পুলিশ নাচে হাতে সবার ডাণ্ডা

নেতায় নাচে ব্যলে নৃত্য মুখে অভয় বুলি
ক্যাভার নাচে দেয়াল ধরে হাতে রংস্বায় তুলি।

গদী ছেড়ে মন্ত্রী নাচে নাচেন বড় বাবু
ডাক্তার নাচে রুগী নাচে খেয়ে জল আর সাবু

গিন্নী নাচে মজার নাচন বাজারের ব্যাগ খুলে
আমি নাচি পাগলা নাচন উপরে হাত তুলে।

সবুজ বিপ্লবী আসছে দেশে ফিরবে এবার দিন
সবাই মিলে দুঃখ ভুলে নাচরে ধিন্ ধিন্